রুপালি আলোয় ধূসর অতীত

কবরী

একটি চিঠি এসেছে। ইংরেজিতে। বার কয়েক পড়ে বিষয়বস্তু বুঝে সিদ্ধান্ত নিলাম, যাব। যদিও এ বছর (২০০৮) দেশের বাইরে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু কখন কার ভাগ্যে কী ঘটে, তা কি মানুষ আগেভাগে জানতে পারে?

বাংলাদেশি ছাত্র এবং বাংলার সংস্কৃতির শিকড়সন্ধানে কিছু খেপাটে ছেলেমেয়ে কয়েক বছর ধরে বোস্টনে অনুষ্ঠান করে যাচ্ছে। 'আমরা কজন' নামের সংগঠনটি বুঝতেই দেবে না যে তাঁরা দেশের বাইরে আছে। দেশ নিয়ে, সংস্কৃতি নিয়েই তাদের যত ভাবনা। এ বছরও অনুষ্ঠানটি হয়েছিল বোস্টনের এমআইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রেসগে অডিটোরিয়ামে। মে মাসের ২৪ তারিখে।

২০০৩ সালে 'হাজার বছরের বাংলা গান' নামে একটি অনুষ্ঠান করেছিল 'আমরা কজন'। সে অনুষ্ঠানে আয়োজকদের পাশে ছিলেন প্রবাসী কবি শহীদ কাদরী। এবার উৎসবের থিম ছিল 'রুপালি আলোয় ধূসর অতীত'। বাংলা চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় গানগুলো নিয়েই আয়োজন করা হয়েছিল এ অনুষ্ঠানের। আমাদের চলচ্চিত্রের কিছু ক্লিপিংস, আর্কাইভ থেকে সংগ্রহ করা পোস্টারের অংশবিশেষ; যেমন–সারেং বৌ, রূপবান, কাঁচের দেয়াল, দীপ নেভে নাই, সুজন সখী, লাঠিয়াল, সাত ভাই চম্পা, এতটুকু আশা ইত্যাদি ছবি এমআইটি অডিটোরিয়ামে সামান্য দর্শনীর বিনিময়ে দেখানো হয়েছিল। প্রদর্শনীতে আমি 'উৎসবকন্যা' হিসেবে যোগ দিয়েছিলাম। আমার সফরসঙ্গী ছিল আমার কনিষ্ঠ সন্তান শান। আমরা দুজন এমিরেট্‌স এয়ারলাইনসে রওনা দিয়ে যথাসময়ে লন্ডন হয়ে বোস্টন পৌঁছালাম। সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গা, আমরা উৎসবের উদ্যোক্তাদেরও চিনি না। অবশ্য এর আগে আমি বিভিন্ন উৎসবে কয়েকবার গেছি; অবস্থা মোকাবিলা করার ক্ষমতা আমার আছে। ইমিগ্রেশন থেকে ছাড়া পেয়ে বাইরে আসতেই ফুল হাতে একটি মেয়ে এগিয়ে এলে বুঝতে পারলাম, আমাদের নিতে এসেছে ওরা। মেয়েটির নাম

ী। ছাত্রী। কেয়া, মুস্তাহিদ, উৎসবের আয়োজক তানভীর আহম্মদ, এমআইটির স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট–সবার সঙ্গে শান ও আমি পরিচিত হলাম। কনকনে শীত, গাড়িতে উঠে স্বস্তি। গাড়ি চলতে শুরু করেছে। দুই পাশে আলো-আঁধারি। আমেরিকার মধ্যে এ শহর অনেক পুরোনো। ইংলিশ কলোনির ছাপ পুরো শহরে রয়েছে। এবং সেভাবে আছে। হঠাৎ ইংল্যান্ডের কোনো চেনা জায়গা বলে মনে হবে।

গল্প করতে করতে মুস্তাহিদের বাড়িতে চলে এলাম। গৃহকর্ত্রী বাড়িতে নেই, রিহার্সেলে। আমরা কয়েকজন হাত-মুখ ধুয়ে খাওয়ার পর বসে গেলাম অনুষ্ঠানের বিস্তারিত জানতে।

এনডিও ফুটেজে আগের অনুষ্ঠান দেখলাম। খুবই আকর্ষণীয়ভাবে মঞ্চ সাজানো। স্পটলাইট দিয়ে মঞ্চের ওপর ঘোষণা করছে দুটি মেয়ে, একটি ছেলে। বাংলা, ইংরেজি ও ইশারায়। ঘোষণা শেষে নিভে গেল আলো। এবার মূল মঞ্চে অনুষ্ঠান। 'ধনধান্য পুষ্পে ভরা' গান দিয়ে শুরু। মঞ্চে বড়, মাঝারি, ছোট শিশুর দল; তারপর তাপস এল, পুরো নাম মহিতোষ তালুকদার–আমরা কজনের প্রাণ। কাঁধে তাঁর হারমোনিয়াম। দর্শকদের মধ্য থেকে সারিবদ্ধভাবে একদল ছেলেমেয়ে গান গাইতে গাইতে মূল মঞ্চে এসে গান শেষ করল। অত্যন্ত সুন্দর পরিকল্পনা। মঞ্চের এক কোণে ঘোষকদের স্থান। ভারি সুন্দর করে প্রতিটি বিষয়ের ঘোষণা দেওয়া হচ্ছিল। ঘোষণা শেষে বাতি নিভে মূল মঞ্চে বাতি জ্বলে উঠছে এবং অনুষ্ঠান চলছে।

তারপর সিনেমার পালা। সংক্ষেপে হীরালাল সেন এবং মুখ ও মুখোশ সিনেমার ইতিহাস বর্ণনা করার পর ছবির ক্লিপিংস থেকে গান বাছাই করে গানে লিপসিং করল প্রবাসী বাংলাদেশি ছেলে-মেয়েরা। অনেক গানে ঠোঁট মেলাল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, গান মুখস্থ করল কীভাবে? উদ্যোক্তারা এভাবে বর্ণনা করলেন: তারা একটি ওয়েবসাইট তৈরি করেছেন। যথানিয়মে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যোগাযোগ করে অংশগ্রহণ নিশ্চিত ও কে কী পারফর্ম করবে ঠিক করা হলো।

বিষয়বস্তু ও গানগুলো ইন্টারনেটে আমেরিকার বিভিন্ন শহরে অবস্থিত তাদের কাছে মেইল করা হলো। তা ছাড়া ষাটের দশকের গানগুলো এখনো যে কত জনপ্রিয়, সুদূর আমেরিকায় বোস্টন এমআইটির মঞ্চে গান শুনতে শুনতে তা বেশ বুঝতে পারছিলাম। আমরা যেন হারিয়ে গিয়েছিলাম সোনালি অতীতে। গানগুলো মুখস্থ করে সুরে তাল মিলিয়ে অংশগ্রহণকারীরা এসে হাজির হয়েছিল বিভিন্ন শহর থেকে। মিলিত হয়েছিল এমআইটিতে স্টেজ রিহার্সেলে এবং এভাবেই অনুষ্ঠানে তাদের অংশগ্রহণ।

বিস্মিত হই শিকড়ে ফেরার দুর্দমনীয় টান দেখে। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিধর দেশে বসবাসের পরও নিজের সংস্কৃতি, জন্মভূমির প্রতি টান, দেশের মায়ায় তাড়িত করেছে স্মৃতি। আর এই স্মৃতির সূত্র ধরে আবর্তিত হয়ে মিলিত হয়েছে এই সব মানুষ। তাদের সৃষ্টির আনন্দে মনন সমৃদ্ধ হয়েছে।

যথাসময়ে এবং নিয়মে আমরা ২৪ মে মঞ্চে চলে গেলাম। বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। এমআইটি অডিটোরিয়ামের আশপাশে প্রচুর জায়গা। অনেক মানুষের সমাবেশ। মহিলারা হলের সামনে স্টল সাজিয়েছে। সুন্দর সুন্দর শাড়ি পরা, অন্য পোশাক পরা ছোট-বড় ছেলেমেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে ঢাকার কোনো অনুষ্ঠানে এসেছি। মঞ্চের সামনে বাদকদের স্থান। কিবোর্ড, হারমোনিয়াম, তবলা, গিটারে চমৎকার থিম মিউজিক বানানো হয়েছে। এক হাজার ২০০ দর্শকের আসন রয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, প্রতিনিধি–মিশিগান, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন– কত জায়গা থেকে এসেছে। সবাই যার যার বন্ধুর বাড়িতে, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে শেয়ার করে থেকেছে শুধু অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য। মঞ্চে আমার ডাক এল। একেবারে অন্য রকমভাবে। বাতি নিভে গেল। মঞ্চ অন্ধকার। সমুদ্রের ঢেউ, গর্জন, আলো জ্বলে উঠল।

'মনের রঙে রাঙাব বনের ঘুম ভাঙাব' গানটি শুরু হলো পর্দায় 'কবরী'র মুখে। এমআইটির স্টুডেন্ট 'মৌটুসী' নামে মিষ্টি একটি মেয়ে লিপসিং করতে লাগল। হঠাৎ মেয়েটি গাইতে গাইতে দর্শকের সারিতে এসে মায়াভরা চোখে মিষ্টি হেসে আমার হাত ধরে মঞ্চে নিয়ে দাঁড় করিয়ে ইশারায় বলল, 'আপনি এইবার লিপসিং করুন।' মানে ও ছিল সূত্রধর, আমাকে মঞ্চে এনে ওর কাজ শেষ। আমিও চট করে শুটিংয়ে যেভাবে হালকা শরীরে ঢেউ তুলে গানে লিপসিং করেছিলাম, সেভাবে গাইতে শুরু করে দিলাম। প্রচণ্ড তালি। দর্শকদের ভালোবাসায় কানায় কানায় হল মুখরিত হলো। সেকি আনন্দ! বলে বোঝাতে পারব না।

তারপর এক এক করে অনুষ্ঠান চলতে লাগল। রাত ১০টা পর্যন্ত অনুষ্ঠান। আমাকে কিছু বলতে বলল। অনেক বিদেশি দর্শকও ছিল। অভিভূত আমি কয়েক লাইন কথা বললাম। তারপর পালা অটোগ্রাফ আর ফটোসেশনের। 'ক্লান্তি আমায় ক্ষমা করো প্রভু' গানটি ভীষণভাবে মনে পড়ে গেল। মোবাইল ফোন থেকে শুরু করে ছোট-বড় ক্যামেরায় কত যে ছবি তোলা হলো, তার হিসাব নেই।

এত ভালোবাসা কোথায় রাখি। আমি জীবনে অনেক অনুষ্ঠানে গেছি। আমার দেশের মানুষের ভালোবাসা, বুঝতে পারি তাঁদের ভালোবাসা আমাকে হিমালয়ের চূড়ায় নিয়ে গেছে। সুতরাং ছবির 'এমন মজা হয় না' গানে যে লিপসিং করেছিল তার নাম জেসমিন। কত বছর পরে জেসমিনের সঙ্গে দেখা...সেই সময় জেসমিনের বয়স ১০-১১, আমার ১২-১৩। ওকে পেয়ে জড়িয়ে ধরে অনুভব করতে লাগলাম সুতরাং ছবির সেই স্মৃতি। আমরা দুজন ভুলে গেছি এত দিনের বিচ্ছেদ, ভুলে গেছি পর্দার অভিনেত্রী কবরীকে।

ভালোবাসার উচ্ছ্বাস সাগরের গভীরতা আর হিমালয়ের উচ্চতাকে হার মানিয়েছে। কয়েকটি মুহূর্তে কত কথা যে বললাম দুজনে। ওর বর অবাক হয়ে হাসিমুখে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। মনে হচ্ছিল বহুদিন পর বহু ক্রোশ দূরে মিলিত হয়েছি স্কুল পালানো দুই কিশোরী।

ঘরে ফেরার পালা। মুস্তাহিদ আর কুহেলীর সংসারটি ২২ থেকে ২৬ মে পর্যন্ত আমাদের বাড়িঘর হয়ে গিয়েছিল। ছোটখাটো কুয়েলি, মিষ্টি দেখতে, বাতাসের আগে ছুটতে থাকে। মনে করে, পৃথিবীর তাবৎ কাজ সে এক মিনিটে সারতে পারবে। তার বাড়িতে অনুষ্ঠানের পর খাওয়া-দাওয়ার পালা। না হলেও ১০০ থেকে ১৫০ ছেলেমেয়ে তাদের বাড়িতে। খাওয়া-দাওয়া, রান্না চলছে। আগেই বলেছি, তাপস অনুষ্ঠানের আরেকজন প্রাণ। অক্লান্ত পরিশ্রমী, পরিকল্পনাকারীদের মধ্যমণি। তাঁর স্ত্রী প্রথমবারের মতো মা হতে যাচ্ছে। তাঁরও উৎসাহের অন্ত নেই। বিভিন্নভাবে আমাদের সেবাযত্নের দায়িত্বে অংশীদার। মুস্তাহিদ কীভাবে যেন পা মচকে হাঁটতে পারছিল না। ভাঙা পা নিয়ে (ঢাকা) আর্কাইভ থেকে ছবি জোগাড় করে কম্পিউটারে সারাক্ষণ বসে অনেক পোস্টার বানানো, খবরাখবর ই-মেল করা–খুব নিবেদিত। নাওয়া-খাওয়া নেই–আরও কত যে দৃশ্য।

ঢাকায় যেমন ঈদ করি, মনে হচ্ছিল সারা বোস্টনে বাঙালিদের জন্য ঈদের আয়োজন–গানবাজনা, অভিনয়, খাওয়া-দাওয়া, রান্না। উৎসবের আমেজ এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যেন কেউ ক্লান্ত হচ্ছে না। কার বাড়ি, কার গাড়ি, কার শাড়ি–যার যা দরকার শেয়ার করছে। এর হাত থেকে ও কাজ কেড়ে নিচ্ছে। সহজ করে অন্যকে সাহায্য করছে। সে এক অভূতপূর্ব আনন্দ ও শিহরণের বিষয়। অনুষ্ঠানের পরও যেন এর আমেজ শেষ হতে চায় না। কুহেলীদের বাসায় সারা রাত ধরে নাচ, গান, খাওয়া-দাওয়া, হইচই–এক অবিস্মরণীয় আনন্দ চলছেই। আমার ছেলে শান অবাক হয়ে এসব দেখেছে। ছোট ছোট শিশুর গভীর রাতের ঘুমও তাদের কাবু করতে পারেনি। এমন আনন্দ বুঝি মানুষের জীবনে খুব কম আসে। এর মধ্যে এমআইটির কয়েকজন ছাত্রছাত্রী মিলে আমার বিদায় উপলক্ষে ডিনারের ব্যবস্থা করল সুন্দর একটি রেস্টুরেন্টে। সেখানে পরিচয় হলো মহীউদ্দীন খান আলমগীর ভাইয়ের ছেলে জয়ের সঙ্গে। তার মুখটি বেশ মলিন। এই প্রথম আমি তাকে দেখি।

এরপর আমাদের ফেরার পালা। আমার বাচ্চাদের টেলিফোন, আমি যেন তাড়াতাড়ি তাদের কাছে আসি। আমার নাতিরা অস্থির। ভালোবাসার বন্ধন বড়ই কঠিন। যেমন মধুর, তেমনই কষ্টের। নতুন এক সম্পর্কের বন্ধন ছিঁড়ে ভোরে কুহেলী গাড়ি চালিয়ে, সঙ্গে তার স্বামী মুস্তাহিদ, আমাকে আর শানকে 'আমরা কজন'-এর পক্ষ থেকে বিদায় জানিয়ে বিমানবন্দরে পৌঁছে দিয়ে গেল।

আমি ফিরে এলাম। কিন্তু মনপ্রাণ জুড়ে আছে আমরা কজন। এমআইটির বাংলাদেশ স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের একঝাঁক তরুণ-তরুণী। শুধু গানকে ভালোবেসে, বাংলা সংস্কৃতি ভেতরে লালন করে আমরা কজনের এই অনুষ্ঠান 'রুপালি আলোয় ধূসর অতীত'; মন থেকে অতীত হবে না কখনোই।

অভিনেত্রী – বাংলাদেশ।